কালের কণ্ঠ
৩০/০৪/২০১৫

# রাজস্ব ছাড় ও বিশেষ সুবিধা দাবি পোশাকশিল্পে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রপ্তানির বিপরীতে উৎসে কর হার পাঁচ বছরের জন্য ০.৩০ শতাংশ বহাল রাখার দাবি জানিয়েছে পোশাকশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো। গতকাল বুধবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আয়োজিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনায় সংগঠনগুলো উৎসে কর হার কমানোসহ এক গুচ্ছ প্রস্তাব করে। তারা রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে রাজস্ব ছাড় দেওয়ার দাবি জানায়।

এনবিআরের শুল্কনীতি শাখার সদস্য ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম, ইএবির সভাপতি সালাম মুর্শেদী, বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি আসলাম সানি এবং বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরীসহ সংগঠনের অন্য নেতারা।

বাজেট প্রস্তাবে উৎসে কর হার কমানোর পাশাপাশি প্রিফেব্রিকেটেড বিল্ডিং নির্মাণে জোর দিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের পর শেয়ারড বিল্ডিংয়ে কোনো বায়ার অর্ডার দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। ৪০ শতাংশ কারখানা এখনো শেয়ারড বিল্ডিংয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কারখানায় ১৪ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। যারা নিয়ম মেনে উৎপাদন চালিয়ে যেতে আগ্রহী তাদের কারখানা নির্মাণে আগামী বাজেটে বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে রাজস্ব ছাড়ের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে। এফএফসি নামের এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২২০টি ব্র্যান্ডের ক্রেতা বিদেশে বসেই বিজিএমইএভুক্ত এক হাজার ৭০০ গার্মেন্টের আপডেট দেখার সুযোগ পাবে। ভবনের ফাটল ও সামান্য ত্রুটিও এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখা যাবে। ফলে কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরি ছাড়া আর কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। ইটিপি ছাড়া উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আতিকুল ইসলাম বলেন, আগামী অর্থবছরে ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষভাবে বছরটি হবে তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য চ্যালেঞ্জের বছর। তাই এ খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে কোরামিন ইনজেকশন দরকার।

ছবি : কালের কণ্ঠ

এনবিআরে প্রাক-বাজেট আলোচনায় পোশাকশিল্প নেতারা।

ব্যবসায়ী এই নেতা বলেন, মুন্সীগঞ্জের বাউশিয়ায় ৫৩১ একর জমির ওপর গার্মেন্টস ইকোনমিক জোন করা হচ্ছে। এ জোনে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্মাণসামগ্রী আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের সুবিধা প্রয়োজন।

২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত হ্রাসকৃত ১০ শতাংশ হারে কর সুবিধার দাবি জানিয়ে লিখিত প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, ২০১০ সালের পর থেকে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য ব্যয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পোশাকশিল্পের ব্যয় বাড়ছে। শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতেও পোশাক কারখানাগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। তাই কম্পানি হারে কর দিলে কারখানার সক্ষমতা কমবে। তাই পোশাকশিল্পে ব্যবহৃত গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

ইএবির লিখিত প্রস্তাবে আগামী বাজেটে নতুন করে কোনো রপ্তানি ঋণ শ্রেণিবিন্যাসিত না করার বিধান অন্তর্ভুক্তিতে সুপারিশ জানিয়ে উল্লেখ করা হয়, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিন মাসের পরিবর্তে ছয় মাস পর ঋণ শ্রেণিবিন্যাসিত করা এবং ঋণের সুদের হার একক সুদের হারে পরিশোধের সুযোগ দিতে হবে।

ইএবির প্রস্তাবে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে নগদ সহায়তা শতভাগ করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া নিট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল থেকে অব্যাহতি দেওয়া; পোশাক শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আগামী তিন বছরের জন্য সব ধরনের পোশাক রপ্তানিতে রপ্তানি মূল্যের ওপর ০.২৫ শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদান করা; গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির ওপর প্রদত্ত মূসক প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করে শতভাগ মূসক অব্যাহতি প্রদান করা; পোশাকশিল্পের অডিটের জন্য দলিলাদি দাখিলের সময়সীমা তিন মাসের পরিবর্তে ছয় মাস করা; ইপিজেডের বাইরের রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ইপিজেডের মতো সুবিধা প্রদান করা ও ইএবি থেকে বন্ড সুবিধা না পাওয়া খাতের জন্যও বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

বিকেএমইএর পক্ষে বাজেট প্রস্তাবনা তুলে ধরে সংগঠনটির প্রথম সহসভাপতি আসলাম সানি রপ্তানি মূল্যের ওপর উৎসে কর আরোপ না করে কাটিং এবং মেকিংয়ের ওপর করারোপের প্রস্তাব করেন। বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী বলেন, তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে এক্সেসরিজ এবং প্যাকেজিং খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। অথচ এসব পর্যাপ্ত নীতি সহায়তার অভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।